

মৎস্য খাতে ক্ষুদ্রঋণ সেবা কার্যক্রম সহজীকরণ

দপ্তরঃ উপজেলা মৎস্য দপ্তর, আত্রাই, নওগাঁ।

মৎস্য খাতে ক্ষুদ্রঋণ সেবা কার্যক্রম সহজীকরণ এর নিমিত্ত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ-

বিষয়/পদক্ষেপ	বিস্তারিত
জমা রশিদ	কিস্তি জমা হয়েছে মর্মে প্রমাণক হিসাবে স্বাক্ষরিত জমা রশিদ ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করা হবে। ঋণ গ্রহীতা ঋণের কিস্তি জমা প্রদান করলে জমা রশিদ পূরণ করে রশিদের গ্রাহক কপি (অংশ) ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করে দ্রুত সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। জমা রশিদে অবশ্যই জমা গ্রহণকারীর সিল-স্বাক্ষর থাকবে। জমা রশিদে বর্ণিত “অফিসে জমার তারিখ ও ক্রমিক” বলতে “ব্যাংক হিসাব রেজিস্টার” এর ১ নং কলামের তারিখ ও ক্রমিক বুঝাবে। এখানে তারিখ বলতে অফিসে কিস্তি জমার তারিখ, আর ক্রমিক বলতে কোনো একটি মাসে এটা কততম কিস্তি জমা সেই ক্রম বা ক্রমিক বুঝাবে। উল্লেখ্য, প্রতি নতুন মাসে নতুন করে কিস্তি জমার ক্রমিক (১ থেকে) শুরু হবে।
ব্যাংক হিসাব রেজিস্টার	ব্যাংক হিসাব রেজিস্টার হলো ১৬ কলামের ছক বিশিষ্ট একটি রেজিস্টার যেখানে দৈনিক জমা ও ব্যাংক হিসাব হালনাগাদ থাকবে। কিস্তি জমা গ্রহণের সংগে সংগে “ব্যাংক হিসাব রেজিস্টার” এর ১ থেকে ৮ কলাম পূরণ করতে হবে। অতঃপর টাকা ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদানের সময় ৯ থেকে ১৬ কলাম পূরণ করতে হবে। ১ নং কলামের তারিখ বলতে অফিসে কিস্তি জমার তারিখ, আর ক্রমিক বলতে কোনো একটি মাসে এটা কততম কিস্তি জমা সেই ক্রম বা ক্রমিক বুঝাবে। উল্লেখ্য, প্রতি নতুন মাসে নতুন করে কিস্তি জমার ক্রমিক (১ থেকে) শুরু হবে। ১৩ নং কলামে “ব্যাংক জমা রশিদ নং ও তারিখ” বলতে রশিদের উল্লেখিত নং অথবা ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত স্কেফাল নং ও তারিখ বুঝাবে। ১৪ নং কলামে কততম জমা বলতে বুঝাবে “ঋণগ্রহীতা হিসাব রেজিস্টার” এ উক্ত কিস্তি সর্বশেষ কততম জমা। সকল কলাম যথাযথ যাচাই করে কর্মকর্তা কর্তৃক ১৬ নং কলাম স্বাক্ষরিত হবে।
ঋণগ্রহীতা হিসাব রেজিস্টার	“ঋণগ্রহীতা হিসাব রেজিস্টার” এ প্রতিটি ঋণগ্রহীতার জন্য পৃথক পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকবে যে পৃষ্ঠায় ১৫ কলাম বিশিষ্ট একটি ছকে একজন ঋণগ্রহীতার বিস্তারিত হিসাব বিবরণী হালনাগাদ থাকবে। “ব্যাংক হিসাব রেজিস্টার” পূরণ করার সাথে সাথে “ঋণ গ্রহীতা হিসাব রেজিস্টার” পূরণ করা হবে।
মূলঋণ ও সার্ভিস চার্জ হিসাব বিবরণী (অটোক্যালকুলেশন)	ঋণগ্রহীতাকে দ্রুত “মূলঋণ ও সার্ভিস চার্জ হিসাব বিবরণী” প্রদান বা অবগতকরণের জন্য একটি অটোক্যালকুলেশন এঞ্জেল শিট প্রস্তুত করা হয়েছে। এখানে শুধু কালার সেলগুলো (প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ, ঋণ প্রদানের তারিখ ও ৮,৯,১০ নং কলাম) পূরণ করলে বাকী সকল ডাটা (নির্ধারিত কিস্তির বিবরণ, আদায়যোগ্য মূলঋণ, আদায়যোগ্য সার্ভিস চার্জ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে আসবে। বি.দ্র. ৮ নং কলামে ঋণ আদায়ের সকল তারিখ পূরণ সম্পন্ন হলে সর্বশেষ ফাঁকা সেলগুলোর প্রত্যেকটি (ফাঁকা সেল) প্রতিবেদনামীন তারিখ দিয়ে পূরণ করতে হবে।

পলাশ চন্দ্র দেব নাথ

সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

আত্রাই, নওগাঁ।

মোবাইল ০১৭২২৩৮৬৭১৭